তাং- ৯ আগষ্ট, ২০০৮ইং

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা-২০০৮ইং

কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ

স্থাপিত ঃ ১৮৬৬ইং







৩৯, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

সংকলন ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
উপদেষ্টা : বাবু সমরেন্দ্র নাথ রায়
অধ্যক্ষ/সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সম্পাদনায় : মিসেস শাহিদা বেগম
সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাতঃ শাখা)

সহযোগিতায় : মিসেস সুলতা হালদার
সিনিয়র শিক্ষক (প্রাতঃ শাখা)

কম্পিউটার কম্পোজ
শিল্পায়ন এ্যাড এন্ড গ্রাফিক্স
১০ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
কবীর প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশ কাল : ৯ আগষ্ট, ২০০৮ইং

Aniq Paul



বাণী

এই পৃথিবীর যত জাতি, সমাজ ও দেশ উন্নতির শিখরে উঠেছে তার পিছনে শিক্ষার অবদান সবচেয়ে বেশী। শিক্ষাই মানুষের পশ্চাদপদতা দূর করে মানুষকে আধুনিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে। দেশকে নিয়ে যায় প্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে। আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের ভবিষ্যত। উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যে কোন সাফল্যকে যথার্থ স্বীকৃতি দেয়া আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের অংশ হিসেবে কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ থেকে এবার এস,এস,সি-০৮ইং পরীক্ষায় জি,পি,এ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনার আয়োজন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, সফলতার এ স্বীকৃতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগাবে। অনুজ শিক্ষার্থীগণ অগ্রজদের অনুসরনে উৎসাহিত হবে।

আজকের কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য রইল আমার আন্তরিক ও অকৃত্রিম অভিনন্দন।



ড. খোন্দকার শওকত হোসেন
সভাপতি, এড্-হক কমিটি
কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ
ও
যুগ্ম-সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।



বাণী

জেলা প্রশাসক
ঢাকা।

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ' এর শিক্ষার্থীবৃন্দ ২০০৮ সালের এস,এস,সি, পরীক্ষায় নিকট অতীতের তুলনায় অনেক ভালো ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এই কৃতিত্বের জন্য শিক্ষার্থীদের জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। আশাকরি তারা কর্মজীবনেও সাফল্যলাভ করবে এবং সুনাগরিক হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করবে। আমি তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

সেই সাথে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আমি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ধরণের আয়োজন কৃতি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

(কামাল উদ্দিন)



বাণী

পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ক্রমশঃ পুরনো ঢাকাকে বঞ্চনার শিকারে পরিনত করছে। এহেন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আমার এলাকার স্বনামধন্য ঐহিত্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ" যেখান থেকে এদেশের অনেক মেধাবী সন্তানের ভিত গড়ে উঠেছে। আজ এ বিদ্যাপীঠের এস,এস,সি, পরীক্ষা-২০০৮ ইং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনে হারানো ঐতিহ্যকে পনুরুত্থানেরই শুভ ঈংগিত বহন করে। আর তাই এ সাফল্যের সংবাদে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের জানাই আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। তোমরা একদিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে- এ আমার দৃঢ় প্রত্যাশা।

পরিশেষে, আজকের এ মহতী উদ্যোগকে জানাচ্ছি সাধুবাদ। এ সফলতায় বর্তমান এড্-হক কমিটির সদস্য, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই মোবারকবাদ।

হাজী মোঃ সাহিদ
কমিশনার- ৭৯ নং ওয়ার্ড
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।



বাণী

জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত কালের সাক্ষী পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী "কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজের" গভর্নিং বডি এবং এড্-হক কমিটির সদস্য পদে নিজ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিগত পাঁচ বছর যাবত আজকের এ শুভক্ষণের প্রত্যাশায় প্রতিষ্ঠানের সামগ্রীক কল্যানে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের সমন্বয়ে ইতিবাচক বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে এস, এস, সি পরীক্ষা' ০৮ ইং এর সন্তোষজনক ফলাফল, আজকের সাফল্য। এ সাফল্য আনয়নে আমি একজন ক্ষুদ্র অংশীদার হিসাবে আজ আবেগাপ্লুত, আনন্দিত ও গর্বিত।

যাদের জন্য আজকের এ আয়োজন সে সব সফল ও কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য রইল আমার হৃদয় নিংড়ানো অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমরা সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সফলতায় নির্ভর করে দেশ ও জাতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে নতুন সমাজ বিনির্মানে জাতীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে দৃঢ় পদে। আজকের এ সংবর্ধনা তোমাদের মনে সৃষ্টি করুক দৃপ্ত জীবনের আকাঙ্খা।

এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

নকুল চন্দ্র সাহা
সদস্য, এড্-হক কমিটি
কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ



শুভেচ্ছা বাণী

আজকের এ সফলতার স্বীকৃতি তোমাদের ভবিষ্যত পথ চলার প্রেরণা যোগাবে। এ মহতী দিনে কৃতী শিক্ষার্থী তোমাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

শাহ্‌রিয়ার জামান

শাহ্‌ রিয়ার জামান সামু
সদস্য, এড্‌-হক কমিটি
কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ



শুভেচ্ছা বাণী

সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আজকের এ সম্মানকে স্মরণে রেখে তোমরা প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে এগিয়ে যাবে। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। এই কামনায় তোমাদের জানাই অভিনন্দন।

মেহেরুন্নেছা বেগম

মেহেরুন্নেছা বেগম
শিক্ষক প্রতিনিধি
সদস্য, এড্‌-হক কমিটি
কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ



শুভেচ্ছা বাণী

কে, এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ পুরাতন ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার ৩৩ বছরের শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি আশির দশকের শেষ হতে এবং নব্বই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এস,এস,সি, পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ১০০% ভাগ। ১৯৯৮ ইং-এর পরে পাশের হার নিম্নগামী হতে থাকে। এ বছর ২০০৮ইং পাশের হার ৯৬% এবং জি,পি,এ-৫ প্রাপ্ত সংখ্যা সন্তোষজনক হওয়ার পেছনে রয়েছে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সর্বোপরি কার্যকরী পরিষদের সদস্যবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, ও নিয়মিত অনুশীলন।

আমার সন্তানতুল্য এবারের সকল শিক্ষার্থী সুশিক্ষার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ফুলের পবিত্রতায় উন্নত চরিত্রগঠণে মানবিক গুনাবলী অর্জন কর- এ কামনা করছি।

মোহাম্মদ আফজাল মিয়া
সহকারী প্রধান শিক্ষক
(দিবা শাখা)



শুভেচ্ছা বাণী

শাহিদা বেগম
সহকারী প্রধান শিক্ষক
(প্রাতঃ শাখা)

এস.এস.সি. পরীক্ষা-'০৮ ইং এর সংবর্ধিত গোল্ডেন জুবিলীয়ান তোমাদের জন্য প্রাতঃ শাখার শিক্ষক-কর্মচারীর পক্ষ থেকে রইল অনেক, অনেক আদর ও শুভেচ্ছা। তোমরা সততা, নিষ্ঠায় সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকো অবিচল।

সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের শ্রম ও সাধনায় অর্জিত আজকের শুভক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখার এ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের অনুমতি প্রদানের জন্য পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবর্গকে জানাই সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

স্থির চিত্রে প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে হবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও সময়ের স্বল্পতার কারণে "কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা-০৮ ইং" সংকলনটি সম্পাদনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করার আবেদন রেখে জানাচ্ছি যে, সংকলনটি প্রকাশে যিনি সুদপদেশ, নির্দেশ ও নীতি নির্ধারণ কাজ করেছেন তিনি হলেন উপদেষ্টা, বাবু সমরেন্দ্র নাথ রায় (অধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত)। শত কাজের মাঝেও তিনি তাঁর মূল্যবান সময় আমাকে দিয়েছেন এ জন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সেই সাথে এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য মিসেস সুলতা হালদার (সিনিয়র শিক্ষক, প্রাতঃ) সহ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, অফিস সহকারী, কর্মচারী ও অন্যান্য সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

০৭.০৮.০৮ ইং

(শাহিদা বেগম)



জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল রায় চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাতা

কে,এল, জুবিলী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা-১১০০

স্থাপিত ঃ ১৮৬৬ইং

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা উদ্‌যাপন কমিটি- ২০০৮ইং

১.	সমরেন্দ্র নাথ রায় (অধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত)		আহ্বায়ক
২.	জনাব আফজাল মিয়া (সহ প্রধান দিবা)		সদস্য
৩.	মিসেস শাহিদা বেগম (সহ প্রধান প্রাতঃ)		”
৪.	জনাব গোলাম কুদ্দুস খান (সিনিয়র শিক্ষক)		”
৫.	জনাব আব্দুল আউয়াল	”	”
৬.	মিসেস ফিরোজ খানম	”	”
৭.	জনাব এ,কে, রিয়াজ উদ্দিন	”	”
৮.	জনাব মফিজ উদ্দিন	”	”
৯.	মিসেস নাসরিন বেগম (প্রভাষক)		”
১০.	জনাব সেলিম জাহাঙ্গীর আলম (সিনিয়র শিক্ষক)		”
১১.	মিসেস নিরু শামছুন্নাহার	”	”
১২.	জনাব আনিছুর রহমান	”	”
১২.	মিসেস মালেকা পারভীন	”	”
১৪.	মিসেস সৈয়দা শবনম ইয়াসমিন	”	”
১৫.	বাবু মনোজ কান্তি সরকার	”	”
১৬.	জনাব মামুন-আর রশিদ	”	”
১৭.	মিসেস উষা রাণী দাস	”	”
১৮.	মিসেস শিপ্রা ভদ্র (সংগীত শিক্ষক)		”
১৯.	মিসেস নাজনিন আক্তার বিউটি (সহকারী শিক্ষক)		”

বর্তমান প্রজন্মে রয়েছেন ড. জাফর উল্লাহ (গণ স্বাস্থ্য), ড. খোন্দকার শওকত হোসেন (যুগ্ম সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), এম,এম, কামরুজ্জামান (বাজেট অফিসার, মিনিষ্ট্রি অফ প্ল্যানিং), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবুল হাশেম, ডাঃ সিরাজুল ইসলাম (সত্ত্বাধিকারী, সুমনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা), ডাঃ হেদায়েত হোসেন খান (অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ), ডাঃ আলী জিলকদ (ভি, সি শিকদার মেডিকেল কলেজ) এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন রাশেদুল হাসান টিপু প্রমুখ।

অত্র এলাকার জনগণের সুখ দুঃখের মাঝে থেকে নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সন্তানদের প্রতি মহান দায়িত্ব পালন ও সেবা দানের অঙ্গিকার নিয়েই এগিয়ে চলা আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি,
সময়ের পানশি বেয়ে এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীগণ আজও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াংগনে শিক্ষার্থীগণ সবসময়ই চেতনায় ও স্বাতন্ত্রে মহীয়ান। জাতীয় টেলিভিশনসহ জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অভিনয়, বিতর্ক, বক্তৃতা, সঙ্গীত, চিত্রাংকন, বইপড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জাতীয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী নিয়মিত উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

প্রতি বছর বনভোজন ও শিক্ষাসফর (মেধাবীদের জন্য)- এ অংশ গ্রহণ করে স্বদেশের প্রাকৃতিক পটভূমিতে শিক্ষার্থীগণ পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করতে পারছে স্বদেশ ও স্বজাতীকে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন, জেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচী পালনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ত্রান কার্যে সহযোগিতা করে সামাজিক কর্মকান্ডে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। স্থানীয় সমাজের পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষাদানে এ বিদ্যাপীঠ পালন করে আসছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

সুধীমন্ডলী,
ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সাহেবের যৌক্তিক বিদায়ের পর থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানটি এক ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখ্য, মোঃ কামরুজ্জামান সাহেবের প্রশাসনের শেষদিকে উনার চাকুরির বৈধ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অধ্যক্ষের পদকে অবৈধভাবে আঁকড়ে থাকাকে কেন্দ্র করে উনার বিরুদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলনের পরিসমাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে এক ধরনের প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে দু'জন নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁদের মধ্যে প্রথম জনকে মেয়াদ পূরণের পূর্বেই বিদায় নিতে হয়েছে এবং দ্বিতীয় জন বিধি বহির্ভূত প্রশাসনিক জটিলতায় জড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। আমার ঠিক পূর্বের অধ্যক্ষ সহ তৎকালীন গভর্ণিং বডির কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে এক পর্যায়ে যখন আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, তখন প্রতিষ্ঠানের 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙ্গে পড়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে তৎকালীন গভর্ণিং বডি এবং বর্তমান এড্-হক কমিটির সদস্য বাবু নকুল চন্দ্র সাহার দক্ষ

শ্বাশত বাণী

"পড় তোমার প্রভুর নামে" –আল্-কুরআন

"দোলনা হতে কবর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ কর" –আল্-হাদীস

"জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু আর নেই" – শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা

"আদর্শ হচ্ছে এমন এক প্রহরী, যা মানুষকে সৎ পথে চলতে শেখায়" –স্পেন্সর

"বড় হতে হলে সর্বাগ্রে সময়ের মূল্য দিতে হবে" –ডিকেন্স

"তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" –বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



গোল্ডেন জি.পি.এ-৫ ও জি.পি.এ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী



উম্মে হাবিবা আবেদীন
গোল্ডেন জি.পি.এ-৫



সোনিয়া আক্তার
গোল্ডেন জি.পি.এ-৫



দীপ বনিক
গোল্ডেন জি.পি.এ-৫



ফেরদৌস আরা আহমেদ
জি.পি.এ-৫



প্রিয়াংকা চৌধুরী
জি.পি.এ-৫



হাবিবা জামান
জি.পি.এ-৫



ফাতেমা আক্তার
জি.পি.এ-৫



আফরোজা আক্তার
জি.পি.এ-৫



পূরবী মন্ডল
জি.পি.এ-৫



রাইসুল ইসলাম
জ.পি.এ-৫



মনির হোসেন
জি.পি.এ-৫



রবিন খান
জি.পি.এ-৫



রতন কুমার সাহা
জি.পি.এ-৫



হাবিবুর রহমান
জি.পি.এ-৫



তানভীর হাসিব
জি.পি.এ-৫



সোমা পাল
জি.পি.এ-৫



দোলন আক্তার
জি.পি.এ-৫

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী



দোলা মজুমদার



ইমা সরকার



মাহফুজুর রহমান



মুরশিদা রহমান



প্রমা ভৌমিক



নিবিড় সরকার



স্বপ্নীল পাল



তুষার মজুমদার

স্থির চিত্রে এড্-হক কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম



বিদ্যুৎসাহী সদস্য অধ্যক্ষকে
পুরস্কৃত করছেন ।



বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করছেন চেয়ারম্যান, ঢাকা
শিক্ষাবোর্ড ।



শিক্ষাসফর সেমিনার পুরস্কার বিতরণ ।



ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ (শিক্ষা সফর),
কক্সবাজার ।



বার্ষিক মিলাদ মাহ্‌ফিলে অতিথিবৃন্দ ।



বার্ষিক মিলাদ মাহ্‌ফিলে বক্তব্য রাখছেন এড্-হক
কমিটির অন্যতম সদস্য নকুল চন্দ্র সাহা ।



বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে বক্তৃতা করছেন মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি দৈনিক খবর-এর সম্পাদক ড. মিজানুর রহমান মিজান ।



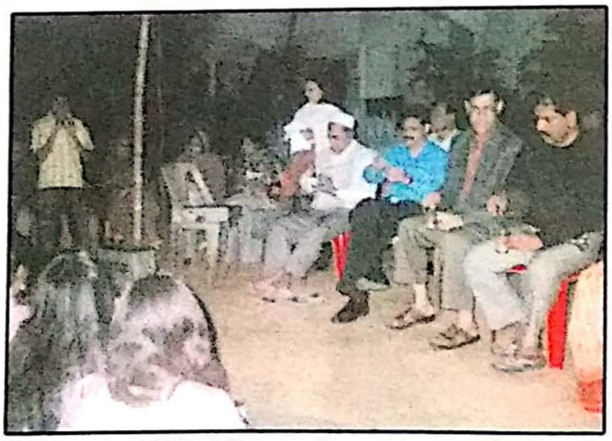
বার্ষিক স্বরসতী পূঁজানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাক্তন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ।



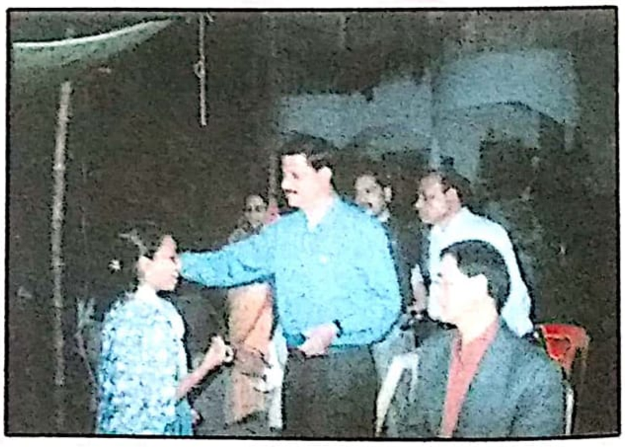
বার্ষিক স্বরসতী পূঁজা- আরতি প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ ।



কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও এড্-হক কমিটির সদস্যবৃন্দ ।



শিক্ষাসফর সেমিনারের অংশ বিশেষ, সেন্ট-মার্টিন ।



শিক্ষাসফর সেমিনারে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, কক্সবাজার ।



শিক্ষাসফরে এড্-হক কমিটির সদস্যবৃন্দকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা প্রদান।



সমুদ্র সৈকত সেন্ট-মার্টিন দ্বীপে শিক্ষক ও কমিটির সদস্যবৃন্দ।



বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ।



বার্ষিক বনভোজনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।



প্রাক্তন শিক্ষক প্রতিনিধিকে পুরস্কৃত করছেন সম্মানিত সদস্য, নকুল চন্দ্র সাহা।



প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী।

স্থির চিত্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম



প্রতিষ্ঠানের বয়েজ-স্কাউট দল।



প্রতিষ্ঠানের গার্লস্-ইন-স্কাউট দল।



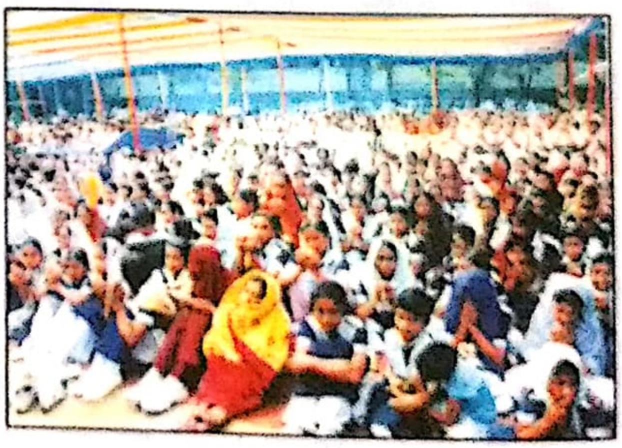
ল্যাবরেটরীতে শিক্ষার্থীবৃন্দ।



কম্পিউটার ল্যাব-এ শিক্ষার্থীবৃন্দ।



বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান।



বার্ষিক মিলাদ মাহফিল।



বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ।



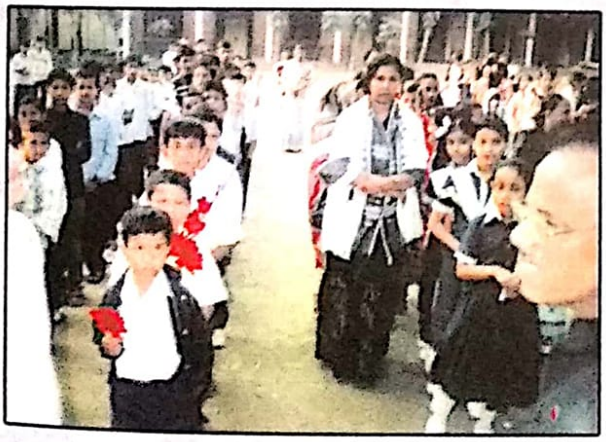
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।



সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।



২১শে ফেব্রুয়ারী প্রভাতফেরী ।



২১শে ফেব্রুয়ারী পথযাত্রার একাংশ ।



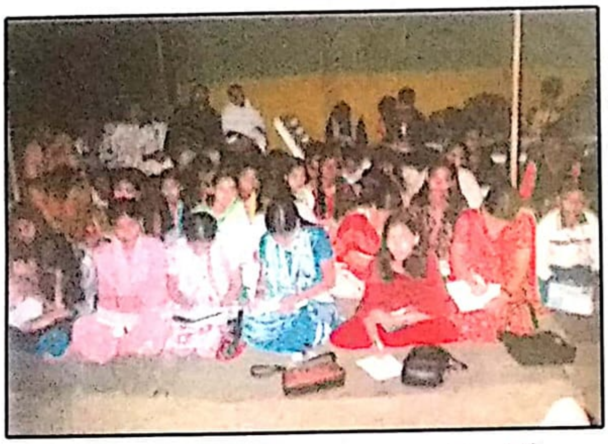
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ ।



বার্ষিক বনভোজন M.C কলেজ চট্টগ্রাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ।



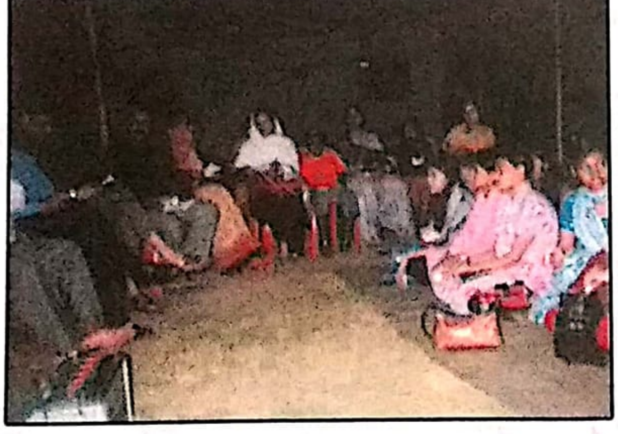
শিক্ষাসফর সেমিনারে অংশগ্রহণরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ- জাফলং, সিলেট ।



শিক্ষাসফর সেমিনারে অংশগ্রহণরত শিক্ষার্থীবৃন্দ, সেন্ট-মার্টিন ।



খাবার টেবিলে শিক্ষার্থী, সেন্ট-মার্টিন ।



সেমিনারের একাংশ, কক্সবাজার ।



ছাত্র, শিক্ষক ও কমিটি সদস্যদের দৌড় প্রতিযোগিতা, সমুদ্রসৈকত, সেন্ট-মার্টিন ।



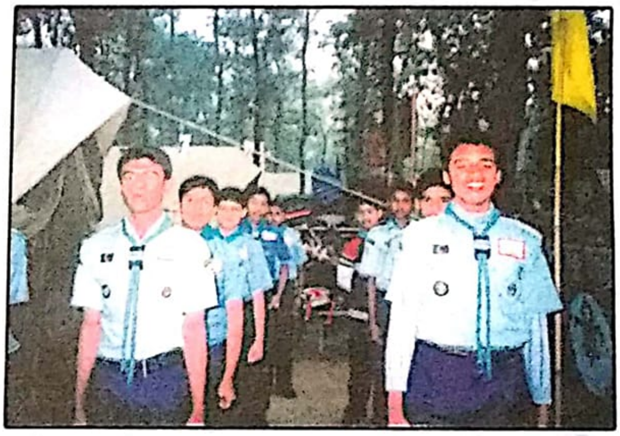
ক্রীড়া প্রতিয়োগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ -সেন্ট-মার্টিন ।



ক্রীড়া প্রতিয়োগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কক্সবাজার ।



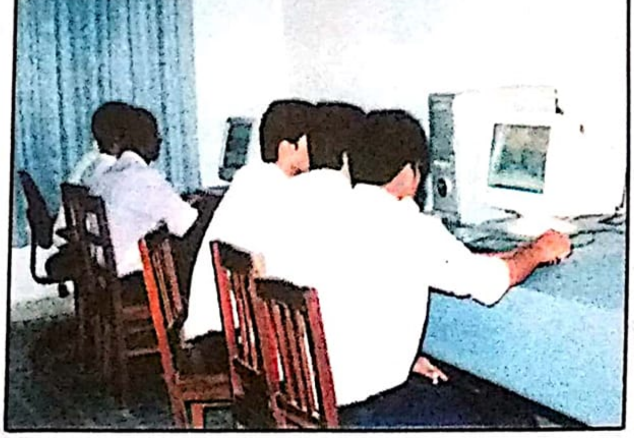
মৌচাক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীবৃন্দ ।



মৌচাক ক্যাম্পে তাবুবাসে শিক্ষার্থীবৃন্দ ।



চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীবৃন্দ ।



কম্পিউটার ল্যাব-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ ।

শিক্ষক পরিচিতি (কলেজ শাখা)


সমরেন্দ্র নাথ রায়, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)


সবিতা ভট্টাচার্য


নূরজাহান বেগম


শামীম আক্তার


মেহেরুন্নেছা বেগম


তালাত আরা


শাহনাজ বিউটি


নাসরিন বেগম


রেখা রাণী দাস


হাজেরা বেগম


উষা রাণী দাস


মাসুদা খন্দকার


এস,এম, হোসেন আলী


আফিফা রায়হান


শাহীন আক্তার


মোঃ রফিকুল ইসলাম


দুলাল চন্দ্র সাহা


মঞ্জুর মোর্শেদ, হিসাব-রক্ষক

শিক্ষক পরিচিতি (দিবা শাখা)


মোঃ আফজাল মিয়া
সহ: প্রধান


বন্দিতা রায়


মোঃ এ কে, রিয়াজ উদ্দিন


মোঃ মফিজ উদ্দিন


গায়ত্রী সাহা


মোঃ গোলাম কুদ্দুস খান


মনোজ কান্তি সরকার


এটি এম. ইয়াছিন মিয়া


প্রকাশ চন্দ্র সাহা


আব্দুল আউয়াল


বিচিত্র কুমার হাওলাদার


মোঃ শওকত হোসেন


সেলিম জাহাঙ্গীর আলম


মোঃ মামুন-আর-রশিদ


রতন কুমার সুতার


মোঃ সেলিম হাওলাদার

শিক্ষক পরিচিতি (দিবা শাখা)



মোঃ আনিছুর রহমান



বিনয় কৃষ্ণ রায়



মনোজ কুমার বেপারী



মোঃ আব্দুল লতিফ



বলাই চন্দ্র দত্ত



মোঃ বাবু আহমেদ



মোঃ বজলুর রহমান



নাজনিন আক্তার বিউটি



ছালমা বেগম



মোঃ হক নেওয়াজ মাহমুদ



মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন



সালমা বেগম পপি

শিক্ষক পরিচিতি (প্রাতঃ শাখা)



শাহিদা বেগম
সহ: প্রধান



নাছিমুলওয়ারা



ফিরোজা খানম



সৈয়দা শবনম ইয়াসমিন



মিনতি রোজারিও



সুলতা হালদার



মাহমুদা আশরাফী



নাদিরা আক্তার



সামসুন নাহার



স্মৃতি রাণী দে



জেসমিন আক্তার



রাজিয়া সুলতানা



পারভীন জামান



নিরু শামসুন নাহার



সবিতা রাণী সাহা



আইনুন নাহার

শিক্ষক পরিচিতি (প্রাতঃ শাখা)


রওশন আক্তার


আনিসা বাশার


মালেক পারভীন


শাহনাজ বেগম


নাজনীন আক্তার


সোমা সরকার


ফারহানা আফরোজ


বদরুন নেসা খান


জেসমিন আক্তার


ডালিয়া আফরোজ


নুরুন নাহার


নাহিদ আরা


খাদিজা আক্তার


তাসলিমা খাতুন


সবিতা মন্ডল


শিপ্রা ভদ্র

শিক্ষক পরিচিতি (খন্ডকালীন)



বিলকিস জামান



কুমকুম রাণী দত্ত



সাবিনা সুলতানা



সীমা রাণী মিস্ত্রী



ববিতা রাণী ধর



শুক্লা সাহা



সাদিয়া আফরিন



শামীম রহমান



অঞ্জু রাণী দেউড়ী



মোঃ আব্দুল কুদ্দুস



মোহাম্মদ আলী



দীপক ভৌমিক

হিসাব রক্ষক



মোঃ আলী হায়দর মিয়া (মাঝে) প্রধান হিসাবরক্ষক

আব্দুর রব (ডানে)

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (ডানে)

পবিত্র চন্দ্র মন্ডল (বামে)

হরিপদ মজুমদার (বামে)

৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী



সামনের সারি

মোঃ শাহজাহান খান (মাঝে)

মোঃ ওসমান গণি (ডানে)

মোঃ মশিউর রহমান (ডানে)

দুলাল চন্দ্র মন্ডল (বামে)

অম বাহাদুর (বামে)

পিছনের সারি (ডান থেকে বায়ে)

মোঃ হেলাল উদ্দিন

মোঃ আসাদুজ্জামান

মোঃ নান্নু ভূঁইয়া

মোঃ আবুল হোসেন

সুনীল চন্দ্র দেউড়ী

মোঃ আনিসুজ্জামান ইনু ।

৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী



শাহীনূর বেগম (মাঝে)

সোনিয়া আক্তার (ডানে)

সুফিয়া বেগম (ডানে)

মাজেদা খাতুন (বামে)

রোকসানা বেগম (বামে)